দৈনিক সংবাদ ২।

তারিখ 25 FEB 1987
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বেড়া উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত

সাথিয়া (পাবনা), ১৮ই ফেব্রুয়ারী (সংবাদদাতা)।— বেড়া উপজেলায় বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, ব্লাকবোর্ড, ডাস্টার, মানচিত্র প্রভৃতি শিক্ষা উপকরণের অভাব-সহ শিক্ষক সংকট রয়েছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমানে এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৭৮টি। এর মধ্যে ৬৩টি সরকারী, বাকী ১৫টি বেসরকারী। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় জনসাধারণের দানের ওপর নির্ভর করে কোন রকমে টিকে আছে। স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে ও আর্থিক সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আর্থিক সংকটের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে।

উপজেলার ৬৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৭ হাজার ৩শ' ৫৪জন। ১৫টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২ হাজার ৪শ' ৬২টি। শিক্ষকের মোট মঞ্জুরিকৃত পদ ৩শ' ৮জন। আছে ২শ' ৭৮ জন। ৩০টি শূন্য পদের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ ৪টি।

উপজেলার প্রায় দু'লাখ লোকের সন্তান-সন্ততির জন্য বর্তমানে চালু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এ সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। কাছাকাছি বিদ্যালয় না থাকায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক ছেলে-মেয়ে লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিটি বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান সংকুলান হয় না। বেড়া বি, বি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাতিগাড়া, কৈটোলা, হাটুরিয়া, নাকালিয়া, রাকসা সাদুল্লাপুর, নাটিয়াবাড়ী, আমিনপুর, কাজী শরিফপুর, খানপুরা পাইককান্দি, ঘোপসেলন্দা প্রভৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বেশী হওয়ায় তীব্র স্থান সংকট রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের বসার বেঞ্চের অভাব প্রায় সর্বত্রই। চেয়ার, টেবিল আলমারীসহ অন্যান্য আসবাবপত্রও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এ ছাড়া ব্লাকবোর্ড, চক, ডাস্টার, মানচিত্র প্রভৃতি শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতা রয়েছে।

ঢালারচর, চরশারাশিয়া ও মহিষাকোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩টি গত বছরের কাল-বৈশেখী ঝড়ে পরে গেলেও আজ পর্যন্ত তা উঠানো হয়নি। উপজেলা পরিষদে অর্থ না থাকায় বিদ্যালয়গুলো মেরামত সম্ভব হচ্ছে না।

খাস ঢালারচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র ২ জন শিক্ষক। বোরামাড়া, বুলন্দর, ঢালারচর, চরদুর্গাপুর, গঙ্গাদিয়া ও চরনতিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬টিতে ৩ জন করে শিক্ষক দীর্ঘদিন যাবৎ।

গণপদদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। যে কোন মুহূর্তে ছাদ ধসে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

৩২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নলকূপ নেই।